পাথেয়

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

মূল্য ॥০ আট আনা

৬ নং সিমলা ষ্ট্রীট প্যারাগণ প্রেসে
শ্রীবিষ্ণুপদ হাজরা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বার, ১৩৩১ সাল।

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচী

অপূর্ব্ব উৎসর্গ

যে আজ আমায় লিখিয়ে ছাড়্‌লে,
তারেই লেখা দিলাম,
তা নইলে যে হতেম আমি
নেহাৎ নেমকহারাম !
বিশ্ব-প্রাণের শীর্ষ স্থানটি
যার, দখল যার,
নিঃস্ব প্রাণের উপচার তায়
শ্রেষ্ঠ উপহার !
হও না তুমি জড়বাদী,
হও না অবিশ্বাসী,
মহাপ্রসাদ খুঁজে বেড়ায়
তবু উপবাসী !
যে যা-ই ভাবি, যতই করি,
ঘুরে ফিরে শেষে
একই জায়গায় তবা ভিড়ে
একটি তীরেই এসে।

যার মন যেমন তেমন দেখা,
রূপ কি অরূপরাশি,

কারও হৃদয় জেরুজেলম্,
কারও মক্কা, কাশী।
ধূ ধূ কচ্ছে আঁধার পথ
যাত্রী আমি একা,
পাথেয় মোর কাণাকড়ি,
তীর্থের নাই দেখা।
যাহাই ভাবি, যাহাই বলি,
এসে ঘুরে ফিরে
তোমার নীরেই তরী ভাসে
ভিড়ে তোমার তীরে।

কৃপাসিন্ধু, দিলে যত,
পড়্ছে তোমার পায়,
ভালবাসার নদী-নালা
ওই সাগরেই ধায়!
দিলাম তোমায় দিলাম,
আমার যা ছিল সব দিলাম,
পার্‌ব না ত হ'তে আমি
প্রেমে নেমকহারাম!

পাথেয়

ও পাটনী, এস তোমার
পারের ডিঙ্গায় চড়ি,
নাও পাঁচ প্রাণ—পাথেয় মোর,
পাঁচটি কাণা কড়ি !

হ'য়ে গেল মাটীর ঢেলা
গড়্‌তে গিয়ে রত্নহার,
গান বাঁধ্‌তে গিয়ে প্রাণ
গড়ে' তুল্‌লে হাহাকার !

সূর্য্য ওই যাচ্ছে নিবে
অন্ধকার দিচ্ছে সাড়া,
ছয়টি দাঁড়ী মন-মাঝিরে
পথের তরে দিচ্ছে তাড়া !

উঠেছিল দম্‌কা হাওয়া,
পালের উপর টান্‌লি পাল,
পাকে পড়ে' ঘুর্‌ছে তরী,
আর ত রাখা যায় না হাল ।

রচতে যাব দেবের নিবাস
হয়ে উঠ্‌ল কামায়ন,
তবু এস, তুমি এস,
নিয়ে প্রেমের রসায়ন!

কাছে আস্‌তেই শুকিয়ে গেল
পিপাসার ওই মহাসাগর,
রসের ছবি ছুঁতে ছুঁতেই
হয়ে গেল আস্ত পাথর!

এস এস, তুমি এস,
পড়ে' গেছি ভাঁটার টানে,
নয়া জোয়ার আন আবার
ঢেউ খেলিয়ে সারা প্রাণে।

যাত্রা

বসে থাকেন গম্ভীর হ'য়ে
অনেক বুদ্ধির ঢেঁকি,—
দেখি যাহা তাহাই খাঁটী,
বাদ বাকী সব মেকী।
মনের বুড়া, প্রাণের ফকীর
এ সব বুদ্ধিমান্,
হো'ন্ না গণ্য, ধরায় ধন্য,—
একেকটী পাষাণ!
পিপাসার সেই মধুর সুধা
দুখ দুর্দ্দিনের সুখ,
পারের স্বপন যদি ফাঁকি
সত্য কতটুক?
যাদের খুসি, করুন্ কষে'
অতিবুদ্ধির চাষ,
কবির মন-ভুমি হ'তে
তাঁদের বনবাস!
মন-পবন আর সাধের বৈঠা,
প্রণয় কাণ্ডারী,
সাধন আন্‌লো ভরা জোয়ার,
দে তোর তরী ছাড়ি!

যাঁরা বলেন, নাই কিছু নাই,
সবই ধোঁকা ধোঁয়া,
মগজের সেই ঘূর্ণিপাকে
যাস্‌নে রে তুই খোয়া!
আঁখি মুদে প্রাণের মাঝে
ছাখ্‌ রে প্রাণারামে
ডাক্‌ রে তারে হৃদয় ভরে',
যা খুসী সেই নামে!
মুটেই বয় গাধার বোঝা,
ভৃঙ্গ করে পান,
মানস-শতদলে তাঁরে,
আন্‌রে ডেকে আন্‌।
সে আলোকে কেটে যাবে
তোর ছ'চোখের ছানি,
আয় পতঙ্গ, ঘুচ্‌বে পুড়ে'
জীবজন্ম গ্লানি।
মন-পবন আর সাধের বৈঠা,
প্রণয় কাণ্ডারী,
সাধন আন্‌লো ভরা-জোয়ার,
দে তোর তরী ছাড়ি!

আনাড়ীর কবুলজবাব

যত বড়ই মানুষ দেখি,
আদর্শের এক বিন্দু,
সে আদর্শ তোমার অণু,
ওগো পূর্ণ সিন্ধু।
রূপ না থাক্, অরূপ দেখে
জগৎ ভোলে স্নেহে,
ফুলে গন্ধ, শূন্যে সমীর
প্রাণ যেমন দেহে!
তোমার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে
হারিয়ে যায় মন,
তোমার আলো বুকে এলে
জ্বলে ত্রিভুবন।
যেথায় যখন যা দেখেই
ভুলে গেছে আঁখি,
ভেবেছি, সব কুড়িয়ে এনে
শ্রীপাদপদ্মে রাখি!
যে কবিতা উতরে যায়
সে যে তোমার লেখা,
যে ছবিতে মন মাতায়,
তুমি টান্‌লে রেখা!

যে রাতে ফিট জ্যোৎস্না উঠে,
দখিণ হাওয়া বয়,
ভুঞ্জি প্রাণের কানায় কানায়
তোমার পূর্ণোদয়।
গগন ভেঙ্গে নামে ধারা
সঘন-অশ্রু প্রায়,
মনে হয় এ বাদলা দিনে
কেঁদে কাঁদাই তোমায়!
অদর্শনে মনে উঠে
সে সব কথাগুলি,
দেখার একটি রেখা পেলে,
সকল কথাই ভুলি,
কাছে কাছে আছ তবু
বিরহ না যায়,
যত শুধি, ততই বাড়ে,
পোড়া প্রেমের দায়!
ইহারই নাম ভালবাসা
লোকে যদি কয়,
তবে তোমায় ভালবাসি,
এটা মিথ্যে নয়!

দোহাই তোমার

দোহাই, ঠাকুর, মনে রেখো,
ও নাম-সুধার দোহাই !
ভূতের বেগার হ'তে আমায়
দিও না আর রেহাই !
একটু যদি কসুর করি,
একটু করি কামাই,
শাসন ক'রো পাষাণ হ'য়ে
ক'রো না তার রেহাই !
করবে যেদিন, জান্‌বো—দয়ায়
ঘুণ ধরেছে, তাই
এত দরদ, বিবেচনা,
এত সোজা রেহাই !

আগুন-খেলায় খবরদার

অন্তর্য্যামী জান না কি
ভুলায় আমায় প্রলোভন,
শুভ যাহা ছেড়ে তাহা,
করি যাহা অশোভন !

তুমি রাখ অমল চরণ,
শুকায় প্রাণের কমল তবু,
বইতে নাহি পারি ও ভার,
তোমার আলো হারাই, প্রভু !

অবল বিফল প্রাণে পশি
খোল তার সব বাতায়ন ।
যদিও বার বারই ঠক',
করো না তাও পলায়ন !

যদিই আমার ভাঙ্গা ডিঙ্গি
ডুব্‌তে চায় পড়ি ধারে,
ও কাণ্ডারী, ছেড়ো না হাল,
এনো ফিরিয়ে কূলে তারে !

তোমার তাল কে সাম্‌লায় বল,
তোমার তাপ কে সইতে পারে ?
পতঙ্গ ত তবু আসে
তরণ-লোভে মরণ-দ্বারে।

আমরা রক্ত-মাংসের পুতুল,
তুমি তাহার খেলোয়ার,
বারে বারে বুঝিয়ে কর
আগুন-খেলায় খবরদার!

পরকে দিয়ে ঘরকে শেখানো

আমায় যদি প্রশ্ন কর—
কিসে আমি ঠাণ্ডা রই,
আমি বলি, কিছুতে নয়,
মনের কথা কারে কই ?

ভাগ্যে যখন ভাঁটা লাগে,
বজ্র পড়ে বিনা মেঘে,
ধরা যখন বিমুখ হ'য়ে
ফণা তোলে হঠাৎ রেগে।

তখন তুমি নারীর চোখে
কি অমিয়াই ঢেলে দাও,
তুমি তখন শিশুর ঠোঁটে
কি হাসিটি ফুটিয়ে যাও !

ঘুচ্‌লে গ্রহ, দেখি আবার
আকাশখানি পরিষ্কার,
শুক্‌নো চড়া ডুবাতে ধায়
মরা-গাঙ্গের ভরা-জোয়ার !

ধরার কণ্ঠে বাজে তখন
মহোৎসবের মোহন বাঁশী,
মুখে চোখে খেলে তাহার
নিবিড় সুখের নীরব হাসি।

এ সংসারে জয়ের নেশা—
সুধা বলে' সুরাপান,
মেকি নিয়ে ভুলি না আর,
তুমি দিলে চক্ষুদান!

কিছুই নাহি চাই, আমি,
কিছুই নাহি চাই,
পরাণ ভরে' পরাণের ধন,
তোমায় যদি পাই!

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়

যখন ভাবি তোমা ছাড়াও
সংসার যায় খাসা চলে',
তখন তুমি ওপর থেকে
বজ্র হেনে কি যাও বলে' !

ঠেকে' ঠেকে' তোমায় চিনি,
আবার করি অবহেলা,
এম্‌নই করে যুগে যুগে
চল্‌ছে তোমার লীলা-খেলা !

পূর্ণিমাটি লাগে যখন
ভাগ্য-আকাশ ঘেরি,
বুঝি রাহু অতি কাছে,
গ্রহণের নাই দেরি !

আবার দুখের ভরা গাঙ্গে,
প্রলয় বন্যা ডাকে,
সুখ-কল্পগাছে ফুল-ফল
ফলে ঝাঁকে ঝাঁকে !

তোমার কর্ম্ম হাজার হাতে
বিশ্বে বেগার খাটে,
নিজের লক্ষ্মী পরকে দিয়ে
ফির্‌ছ ঘাটে ঘাটে !

ভক্তে কোলে করে' যে প্রেম
আঁখির নীরে ভাসে,
অবিশ্বাসীর দ্বারেও সে প্রেম
পায়ে ধর্‌তে আসে !

তখন মনে মনে ফুলি,
আমরা কতই বড় !
একেই বলে শাদা কথায়
বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় !

বামন হয়ে চাঁদে হাত

আমার মত ডাল পালার
অভাব তোমার নাই।
তাই ত 'ভালবাস' ভাব্‌তে
ভরসা নাহি পাই।

তোমায় ছাড়্‌বার যো-টী নেই
এম্‌নি প্রেম দায়!
আমার অধিকারের কথা
স্রোতের সেঁওলা প্রায়!

তাপীর তরে যদিও তুমি
ব্যাকুল, সর্ব্বদাই,
যখন তখন সে আবদার
কি আস্পর্দ্ধায় চালাই!

যা কও, সব গুলিয়ে ফেলি,
যা দাও, তা হারাই,
জানি দয়াল, নও গো ভয়াল,
চাইতে এসে পালাই!

দাসের প্রতি প্রভুর প্রেম
মিথ্যে যদি হয়,
ভাব্‌ব, জগৎ মিথ্যে ;—তবু
ছাড়্‌ব না সে ভয় !

এত বড় আশা, আর
অত বেশি দাবী
করি আমি কিসের জোরে
সদাই ভয়ে ভাবি !

অত উঁচু গেলে নজর,
আপ্‌নিই নেমে আসে,
নিজের 'পরে বিশ্বাস তখন
রাখি কি আশ্বাসে !

গরজ বড় বালাই

তাড়িয়ে দিলেও এস ফিরে,
এটা স্বভাব তোমার,
তাই ত সাহস করে' ফিরাই,
না ডাকতেই দেখা আবার !

ভাগ্যের গদা খেয়ে যখন,
তোমা হ'তে দূরে যাই,
এস অপরাধীর মত
সহ আমার গঞ্জনাই !

বাছো না ত ভাল-মন্দ,
রাখ না যে লজ্জা-ভয়,
ভালবাস ! সেই এক ভাবে
সকল ভাবের হ'ল লয় !

যখন ভাবি আছ দূরে,
কাছে আরও বেশী টানো,
আদর দিয়ে মাটী কর,
এত খেলাও তুমি জান !

কেন আমি না চাহিতেই
 পূর্ণ হয় প্রাণের সাধ ?
কেন মাথা না নোঁয়াতেই
 ঝরে তোমার আশীর্ব্বাদ !

তোমার ভাবনা ছেড়ে যখন
 ভাবি মন্দ আছি কি আর ?
তখন তোমার আবির্ভাবটি
 প্রাণকে করে অধিকার !

গরজ বড় বালাই, ওগো,
 গরজ বড় বালাই !
আমার মত অগতি বই
 গতি তোমার নাই !

কেন-র উত্তর

যে জন্য আনন্দে ফিরি দুখের সংসার মাঝে
যে জন্য উৎসাহে ছুটি কঠোর কর্ত্তব্য কাজে,—
সে সবার প্রাণ তুমি, প্রাণ সে সবার!
এ যে গো মরম-কথা, নহে তা ত বুঝাবার!

যে জন্য সৌন্দর্য্য-ধ্যানে চিরনূতনতা থাকে,
যে জন্য ভাবের বন্যা হৃদয়ে এমন ডাকে,—
সে সবার প্রাণ তুমি, প্রাণ সে সবার!
এ যে গো মরম-কথা, নহে তা ত বুঝাবার!

যে জন্য পরের লাগি আপনারে করি দান,
যে জন্য মহৎভার বহিতে দমে না প্রাণ,—
সে সবার প্রাণ তুমি, প্রাণ সে সবার!
এ যে গো মরম-কথা, নহে তা ত বুঝাবার!

যে জন্য পিছল পথে পড়িয়া আবার উঠি,
যে জন্য টুটিয়া পুন অনন্ত বিকাশে ফুটি,
সে সবার প্রাণ তুমি, প্রাণ সে সবার!
এ যে গো মরম-কথা, নহে তা ত বুঝাবার!

জানা কথা জানানে

হেসো না মা, যদিই রচি তোমার ইতিহাস !—
আকাশময় তারা ফোটে,
জগৎময় জ্যোৎস্না ওঠে,
ঝরণা ঝরে, হাওয়া ছোটে,
জড়ের এ বিকাশ
এর মাঝে দেখে বিশ্ব তোমার একটু আভাস !
যাদুকরী, কে জানে ও মায়ার পূর্ণ প্রকাশ !

হেসো না মা, নকল ছেড়ে যদিই আসল ধরি,
জ্যোৎস্না দেয় যে জাল বুনে
সাগর নাচে যে তাল শুনে'
সে লহরী গুণে গুণে
সাধ প্রাণে ধরি !
কালী তোর ওই কাল হরফ যদিই মক্স করি'
মহাকালের ইতিহাসটী যদিই শেষে গড়ি !

হেসো না মা, লিখ্‌তে গিয়ে যদিই ভুলি লেখা !
ওই যে অনিমেষ-আঁখি

কোথায় যে নেয় আমায় ডাকি,
দিই ফাঁকিতে পড়ে' ফাঁকি
দোষী নই গো একা!
ছায়া-ধরা খেলা মা গো, তোমার কাছেই শেখা,
থাক্ গে লেখা, পরাণ ভরে' চলুক শুধু দেখা!

স্মৃতির ফাঁদ

এইখানে বসেছিলে, হৃদয়ের শূন্য কূলে,
যেন গো চরণ-চিহ্ন ফেল গেছ সোণা-ভুলে !
তপ্ত বালু খুঁড়ে খুঁড়ে তুলেছিলে কি অমিয়,
প্রাণ-পাত্রে পড়ি তাহা আজ যে গরল, প্রিয় !
ঢেউ-তোলা ঘোলা জলে ভাসিছে পূজার ফুল,
আঁধারে চলিয়া গেছে জীবনের শতমূল !
ওপারে গ্রামের প্রান্ত যেখানে আকাশে মেশে,
দেখিতেছি ম্লান রবি চলিয়াছে সেই দেশে !
গৃহ-ফেরা রাখালেরা চলেছে গাহিয়া গান,
দূর হ'তে ভেসে আসে শুধু বেদনার তান !
কি যেন কি বলেছিলে মরমের কাণে কাণে,
জনমের মত গেছে আঁকা হ'য়ে প্রাণে প্রাণে !
ছাড়িয়াও ছাড় নাই, লুকায়ে লুকায়ে ফের',
ভালবাসা যত কাঁদে, তত তার মর্ম্ম চের'।

খাঁটী চোর

ওগো চোর, ওগো আমার
মন-পুরের চোর,
ভেঙ্গেছে সব জারিজুরি
তোমার হাতে মোর!

গরল মথি সুধা যখন
আনি আপন তরে,
চোরের উপর বাটপাড়িটী
কর ভাবের ঘরে!

হঠাৎ যখন মন-মুরলীর
বুজে আসে বিঁধ,
নিঁদের ঘোরে সিঁধেল চোর
কাটো এসে সিঁদ।

যতই প্রাণটা দূরে সরে,
ততই কাছে টান,
পালিয়ে পালিয়ে যতই ফিরি
ততই বেঁধে আন।

পা টিপে যাও, ছায়া তোমার
পড়ে হৃদয় মাঝে,
যতই লুকাও দয়ার নূপুর,
প্রাণের কাণে বাজে।

ভেবেছি যা, বল্লেম খুলে,
জানি এটা তবু—
ধরা পলেও খাঁটী চোর
সাধু হয় না কভু!

এও কখনও হয়?
আরে, এও কখনও হয়?
আগুন আর ভালবাসা,
তাও কি ছাপা রয়।

পেটে খেলে পিঠে সয়

শাস্ত্রে বলে মহামায়া
বিশ্বের প্রলয়ঙ্করী !
কিসে বলি, মিথ্যে সেটা ?
রাগ ক'রো না, বিশ্বেশ্বরী !

আমার আছে অভিজ্ঞতা,
ছিলাম নিঃস্ব একটী ধারে,
তুমি করলে হৃদয়-বিশ্ব
ওলট্‌-পালট্‌ একেবারে !

আগেও আমি ছিলাম, আর
আজও আছি আমি,
দুয়ের ভেতর কি তফাৎ, তা
জানো অন্তর্য্যামী !

যে আগুনে জ্বালাও তুমি,
সেই আগুনেই আলো কর,
যে সলিলে ভাসাও তুমি,
সেই সলিলেই তৃষা হর !

সুখের দিনে পাই না দেখা,
এমনি তোমার চোর স্বভাব,
দুখ-দুর্দ্দিনে না চাহিতে,
হেরি তোমার আবির্ভাব !

ভোগের সময় পালিয়ে ফের,
খুঁজি তৃষায় দিশাহারা,
রোগের সময় শিয়রে মোর
জেগেই আছ ধ্রুবতারা !

হাল্কা দেখে' দয়ার বেলা
ভাবি,—তোমার শক্তি কৃশা,
কাঁপি—যখন ছিন্নমস্তা,
আপন রক্তে মিটাও তৃষা !

যে আসে, সে পালায় শেষে,
আর তাহারে যায় না দেখা,
ঘুরে-ফিরে তোমায় দেখি,
ছেড়ে যাও না তুমিই একা !

ভাগ্য যখন ধরে কেশে
ঠায় শুক্‌নোয় পিছ্‌লে পড়ি,
দাঁড়িয়ে সবাই দেখে মজা,
তুমি তোল কোলে করি !

আবার ভাগ্য যখন ফেরে,
ঢেলা ছুঁলে মাণিক হয়,
আঘাত দিয়ে বুঝাও তুমি
চিরদিন না সমান রয় !

শাস্ত্রে বলে মহামায়া
এ বিশ্বে প্রলয়ঙ্করী,
আমার কথায় বুঝ্‌লে ত হে,
শাস্ত্র কত মান্য করি !

লো নিদাঘের শীতল ছায়া
জীবন-মেঘে আলোর ছবি,
তোমায় ভালবেসেই, দেবি,
হয়েছি আজ আমি কবি !

জোর-কপাল

কি দান তোমার দিতে পরি,
ওগো আমার হৃদ্‌বিহারী!
আমি কাঙ্গাল, বড় কাঙ্গাল!
ফুল ফুটিয়ে চাইছ কাঁটা,
জোয়ার এনে কাঁদার ভাটা,
—সেটা কপাল, আমার কপাল!

আমার ফুটো চালায় ভিজে
নিজের পূজা সাজাও নিজে,
আমি কাঙ্গাল, বড় কাঙ্গাল!
মোর দীনতার বেণা-বনে
মুক্তা ছড়াও খনে খনে,
সেটা কপাল, আমার কপাল!

তিন্ ভুবনের রাজা-পতি
উঞ্ছবৃত্তি—আমার গতি,
আমি কাঙ্গাল, বড় কাঙ্গাল!
দয়া দরদ জান্‌তে না দাও,
পারি যেটুক, তাও যে না চাও,
সেটা কপাল, আমার কপাল!

তোমার অণু বুকে ব'য়ে
যাচ্ছি রেণু রেণু হয়ে,
আমি কাঙ্গাল বড় কাঙ্গাল!
সাত রাজার ধন মনে গণি'
ছাই কর্‌ছ মাথার মণি,
সেটা কপাল, আমার কপাল!

প্রেম বড়, না হেম বড় ?

এক দিকে এক তুমি ছিলে,
অন্য দিকে রাজ্যধন,
সব ছেড়ে সেই রাজার ছেলের
তোমার দিকেই ঝুঁক্‌লো মন।
সেদিন ওরা বলেছিল—বোকা, লোকটা বোকা !
প্রেম বড়, কি হেম বড়, ছিল ওদের ধোঁকা !

গরিবী মোর নাই কখনও,
যে যা ই মনে কর,
ধন না থাক্‌, মনটা আমার
রাজার চেয়েও বড় !
ওরা হয় ত বল্‌তে পারে—বোকা, লোকটা বোকা !
প্রেম বড়, কি হেম বড়, আছে ওদের ধোঁকা !

ওদের সম্পদ ওদেরই থাক্‌,
তোমায় নিয়ে সুখে থাকি,
তুমি যদি থাক বুকে
কার তোয়াক্কা বল রাখি ?
ওরা হয় ত বল্‌তে পারে—বোকা, লোকটা বোকা !
প্রেম বড়, কি হেম বড়, আছে ওদের ধোঁকা।

ওদের রাজ্যে আইন-কানুন,
ছাঁদন-বাঁধন নাগপাশ !
আমায় যেন করে বন্দী
তোমার দুটি বাহুর পাশ !
ওরা হয় ত বল্‌তে পারে—বোকা, লোকটা বোকা !
প্রেম বড়, কি হেম বড়, আছে ওদের ধোঁকা !

ওদের রাজ্যে পাক-চক্র,
কলের তালে দুনিয়া চলে,
তোমার রাজ্যে প্রাণের যুক্তি
কাজের কাণে কথা বলে !
ওরা হয় ত বল্‌তে পারে—বোকা, লোকটা বোকা
প্রেম বড়, কি হেম বড়, আছে ওদের ধোঁকা !

পদের মদের উষ্মা—সে ত
ধনী মানীর মস্ত শাজা,
ওদের শুধু রাজা আছে,
আমিও কিন্তু আদত রাজা !
ওরা হয় ত বল্‌তে পারে—বোকা, লোকটা বোকা !
প্রেম বড়, কি হেম বড়, আছে ওদের ধোঁকা !

শুধু প্রেমে কি করে

আমায় যদি ভালবাস,
বেসো চিরকাল,
অল্প ভালবেসো, তবু
বেসো চিরকাল !

দুদিন মাথায় তুলে' শেষে
পায়ের তলে ফেলা,—
কাজ কি পরাণ লয়ে, ঠাকুর,
অমন লীলা-খেলা ?

তোমার প্রবেশ, তোমার আবেশ
শিরায় শিরায় মোর
তড়িত সম বাজে
তা কি জান, চিত্ত-চোর ?

তোমার গড়া রক্ত মাংস
আছে তাতে কীট
হঠাৎ কখন করবে মলিন
তোমার পাদপীঠ !

প্রভাতে যে কুসুম ফোটে,
সাঁঝে তা যে শুকায়,
নিশার চাঁদটি ঊষার আলোয়
কেন বল লুকায়!

যে আদর্শ ঘোরে ধুলায়
তারই আয়ু ক্ষীণ,
অতুল যাহা, অমুল যাহা,
রয় না চিরদিন।

আমরা একটি ভোলার দল,
ক্ষ্যাপার দলপতি,
তুমি ঠাকুর! অবিশ্বাস
তাই ত তোমার প্রতি!

আমায় যদি ভালবাস,
বেসো চিরকাল,
অল্প ভালবেসো, তবু
বেসো চিরকাল!

হোক না তোমার স্বর্গীয়-প্রেম,
আমার করে ভয়,—
চিরকালের নয় বা সেটা,
চিরকালের নয়!

তোমাময় জীবন

অত প্রশ্ন মিছে করি
অত উত্তর কেন চাই,
তোমার কথা অত চট্ পট্
কেন আমরা বুঝতে যাই ?

তোমার ঋণে ডুবে আছি,
শুধতে চাওয়া মহা ভুল,
সাগর জলে ঢেউ গোণা সার,
অকূলের কে পাবে কূল !

তাই ত ভুলে' ভুলে' যাই
কে গো তুমি আমাদের,
জীবজন্মের ওই ত গ্লানি,
ভাগ্যের সেই ত মস্ত ফের !

এমন ভাব নাই কারও প্রতি,
এমন ভাব আর কোথায় হয়,
জগত ঘোরে প্রাণের কোণে
তুমি আছ জীবনময় !

পূজার কুসুম শিরেই থাকে
মানে না কেউ টাট্‌কা বাসি,
ও আশীর্ব্বাদ মাথার মণি
ও অভিশাপ গয়া কাশী!

এবার তবে তোমার শপথ—
থাক্‌ব না আর কথার পিছু,
মনের মনে ভাব্‌ব তোমায়,
বল্‌ব না আর বাইরে কিছু।

সংশয় যবে অধীর হ'য়ে
কর্‌বে প্রশ্ন নানারূপ,
তখন তোমার রূপটি যেন
সকল তর্ক করায় চুপ!

সুখের চেয়ে দুখের বেশী দরদ

আঁখির কাছে রেখেও তোমায়
দেখ্‌তে পায় না আঁখি,
জগৎ—ভাবি ধোঁকার টাটি
দুনিয়াদারী ফাঁকি !

তাতে হাজার দুয়ার খোলা,
কেবল ভাগা, কেবল ভোলা,
এম্‌নি দুনিয়া !
যারে ভালবাসি, তারে
রাখ্‌ছি টানিয়া !

তাই ভরসা নাহি পাই,
পাই যতটুক তাহার বেশী
অনেক খানি হারাই !

মিলন মাঝে মরণ ঘোরে,
মোদের আশে পাশে,
কাঁচা প্রাণের তাজা কোরক
শুকায় তারই শ্বাসে !

এই যে ধরার তৃষা আশা,
এত সাধের ভালবাসা,
তাহাও চলে যায় ?
যারে ভালবাসি, হঠাৎ
ছাড়তে হয় তা'য় !

তাই ভরসা নাহি পাই,
পাই যতটুক তাহার বেশী !
অনেক খানি হারাই !

একটিবার যাও ধাক্কা দিয়ে
প্রাণের কবাট খুলে,
একটি বারই সুধা ঢাল
জীবন-তরুর মূলে।

অভাগা সে !—দেখে না যে
তোমার প্রথম প্রবেশ,
পাষাণ !—যে না ধর্‌তে পায়
তোমার প্রথম আবেশ।

তাই ভর্‌সা নাহি পাই,
পাই যতটুক্ তাহার বেশী
অনেক খানি হারাই !

শেষের সাধ

মরতে যখন চাই, হে প্রিয়,
কাঁপতে থাকে এ হৃদয়,
এই যে ধরার মধুর ছবি,
শশী তপন মধুর সবই,
ছাড়তে হবে জন্মের মত প্রাণে তা কি সয় ?
মরতে নয়, মায়ের কোল ধরা ছাড়তে ভয় ?

মরতে চাই দেখতে, আমার
জীবন উৎস-মূল,
মিটিয়ে নিতে চাই আমার
গত জন্মের ভুল,
ঘুমাতে চাই শান্তিময় ভ্রান্তি সীমার পারে,
মরতে কি ভয় ? আলো যদি থাকে সে আঁধারে

ম'রতে চাই, পরখ করতে
মরণ কেমন চিজ,
মরম মাঝে ধরতে চাই
চরম জীবন-বীজ,
ঘুচাতে চাই গোলকধাঁধায় ঘোরা ফেরার গোল,
মরতে কি ভয়, মরণ যদি মিলায় অভয় কোল।

কাল যখন বুঝ্‌বে সময়,
মান্‌বে না 'আর বারণ,
জ্যোৎস্না থাকলে, নিভিয়ে বাতি
বিছিয়ে শীতল শয়ন,
ঘুমা বলে' শেষের চুমা হিম-অধরে দিও চুপে,
প্রাণ বঁধুয়া মরণ যেন আসে তোমার রূপে !

ভাঙ্গা বেড়া

চেয়েও কেন ছেড়ে থাক ?
টেনেও কেন দূরে রাখ ?—
জানা, তা যে জানা !
ঢাকতে কথা দাও যে খুলে,
ভোলাতে চাও, যাও যে ভুলে,
কাণা, নই গো কাণা !
আমার তরেই প্রাণটা মরে, আমাকে তাই ভয়,
বুঝি, আমি বুঝি, দয়াময় !

এই যে মায়ার কারিকুরি—
বাহাদুরী লুকোচুরি,—
লুকান তা নাই,
তবু আবরণে ঘেরা
রাঙ্গা আলোর ভাঙ্গা বেড়া
ভাঙ্গতে নাহি পাই !
ওই করুণার জয়ঢাক
সব গুমোর করে ফাঁক,
যতই দাও না চাপা,
পাষাণ পারে থাকতে পাষাণ,

কাঁদায়ে তোমার কাঁদে যে প্রাণ,
ছাপা হয় সব ছাপা !
আমার তরেই প্রাণটা মরে, আমাকে তাই ভয়,
বুঝি, আমি বুঝি, দয়াময় ।

মজে' নূতন নূতন প্রেমে
যাত্রা পথে যাই যে থেকে,
পড়ি মোহন ফাঁদে,
যাহার তরে মরি বাঁচি,
ছিঁড়ে দাও সে স্থতাগাছি,
রাহু আন চাঁদ ।
অবিশ্বাসটা ষোল আনা,
আমার প্রতি, আছে জানা—
তবু ভালবাস,
যতই তোমায় দিচ্ছি অভয়,
এ প্রণয় আর যাবার নয়,
শুনে শুধু হাস !
আমার তরেই প্রাণটা মরে, আমাকে তাই ভয়,
বুঝি, আমি বুঝি, দায়াময় !

কি গেরো !

লোকে বলে, মনটা আমার
কোথায় বেড়ায় উড়ে ?
আমি বলি—একজন যেথা
আছে সকল জুড়ে !

ওরা যদি বলে, তুমি
কি এক-চোখো লোক !
আমি বল্‌বো—মিথ্যা কথা,
আমার ত চার-চোখ !

তুমি যদি বল, কেন
চোখের কোণে কালী ?
আমি বল্‌বো—সেই চতুরের
মধুর চাতুরালী !

ওরা যদি বলে,—প্রেম
পরাণ-নাশা নেশা !
আমি বল্‌বো,—সে স্বস্বপন
সোণার দুঃখ-মেশা !

তুমিও যদি সুধাও কে সে
মনের মানুষ আমার ?
আমি বল্‌ব,—নাটের গুরু,
তোমায় নমস্কার !

জীবন মাঝে পশি চুপে
পরখ কর্‌তে চাও,
আছি কি না আছি খাঁটি,
যাচাই করে' যাও !

শোন তবে, ভাষার প্রভু,
ও প্রকাশের প্রাণ,
সেই ডাকটি শেখাও যাতে
জুড়ায় তোমার কাণ !

জীবন ভরে' সাধব আমি
সেই সোহাগের বাঁশী,
অবাক হ'য়ে অধীর হ'য়ে
শুন্‌বে তুমি আসি।

হোরি-খেলা

ফাগুন গেল আগুন দিয়া
ঘরে ঘরে পাগল হিয়া
হোরি, আজ যে হোরি !

বয় বসন্তের মন্দ হাওয়া,
যায় না 'কুহু'-র অন্ত পাওয়া,
হোরি, আজ যে হোরি !

লেগে অনুরাগের ফাগ্
লাগ্ছে প্রাণে লালের দাগ,
হোরি, আজ যে হোরি !

পূর্ণ করি' প্রেমের বারি
চল্ছে প্রাণের পিচকারী,
হোরি, আজ যে হোরি !

রং খেল্ছে তিনটী ভুবন,
আবীরে লাল রাঙ্গা চরণ,
হোরি, আজ যে হোরি !

এ বসন্তে তোমার মেলায়
মেতেছে সব লালের খেলায়,
হোরি, আজ যে হোরি!

ও খেলোয়ার, তোমায় আমায়
ফাগ্ খেলি দোল-পূর্ণিমায়,
হোরি, আজ যে হোরি!

দোল্ রে দোল্, ওরে পাগল,
উঠুক প্রাণের কলরোল,
হোরি, আজ যে হোরি!

খেলা-ছলে আদরের হাত
করবে প্রাণের প্রাণে আঘাত,
হোরি, আজ যে হোরি!

উছলে উঠ্‌বে প্রেমের পাথার,
সুধার স্রোতে দিব সাঁতার,
হোরি, আজ যে হোরি!

এ-পূর্ণিমা এ-রং-খেলা—
ভাঙ্‌বে সংয়ের জমাট মেলা,
হোরি, আজ যে হোরি!

শশী পাগল তারা পাগল,
গ্রহ-উপগ্রহের দোল্,
হোরি, আজ যে হোরি।

গাঁটে গাঁটে বাঁধন

মনের কথা খুলে বল্লে,
লোকে পাগল কয়,
তবু সেটা বেরিয়ে পড়ে,
চাপা নাহি রয় !

মনের মধ্যে একটী কথা
জাগ্‌ছে সর্ব্বদাই,—
তোমায় আমি চাই, ওগো,
আমি তোমায় চাই !

তুমিও আমায় চাও কি না,
খোঁজ রাখি না তার,
ওগো আমার, আমার তুমি,
আমার, তুমি আমার !

পেয়েছি, কি পাই নি তোমায়,
ভাবি না তা কভু,
তবু তোমায় ভালবাসি,
ভালবাসি তবু !

তোমার আছে হাজার নয়ন,
আমার দুটি আঁখি,
একটা দিকে চাইতে গেলে,
অন্য সবই বাকি !

মহাসাগর, আমরা তোমার
ডালাপালা ঢেউ,
চাওয়া পাওয়া মনের ধাঁধা—
বোঝে না তা কেউ !

চাই না আমি ধরতে তোমায়,
ধরা দিতেই চাই,
তোমার প্রেমে গলে' গলে'
ভেসে ডুবে যাই !

ও আবেশ কি শুভক্ষণে
আঁকলো প্রাণে রেখা,
সেদিন হতে চিত্তপটে
তোমার নামটী লেখা !

একটী নিমেষ কেড়ে নিল
প্রাণের যা মোর ছিল,
একটী নিমেষ তোমার পরশ
আমার প্রাণে দিল।

যেমন-তেমন লেন-দেন নয়,—
জনম জনম তরে
বন্দী হয়ে ঘুরছি শুধু
তোমার যাদুঘরে !

ভবের মেলায় দেখা শুনা
যতই যাহা হয়,
চোখের দেখা সে সব, নয় ত
প্রাণের পরিচয় !

আমি যারে বুকে টানি
সে যায় অবহেলি,
আমায় দেখে জিয়ে যে জন,
তারে পায়ে ঠেলি ।

বিশ্ব যখন দূরে রাখে,
তুমি ধর হাত,
পড়ে' যখন কাঁদি—সাথে
কর অশ্রুপাত !

তর্কে বহুদূর

বলেন অনেক বাবু-ভাবুক,—
প্রেম ত রূপের সঙ্গনেশা,
কেউ বা বলেন,—ও এক বাতিক
সুসভ্যতার অঙ্গঘেঁসা !

কেউ বলেন,—প্রেম মোহের ঢেউ,
খেয়াল-খেলা, সখের ভুল,
কেউ বা বলেন,—আকাশকুসুম,
ধরায় নেই ওর কূল-মূল !

এঁদের কেউ বা নিরেট সাধু,
কেউ বা বিষম প্রতারক,
কেউ বা দিব্যি 'নটবরটী,'
কেউ বা ভোগের উপাসক।

প্রেম কি শুধু বিকট ক্ষুধা,
সুখের ভোগের আরাধনা ?
সে যে বড় বেদনার ধন,
সে যে ত্যাগের উপাসনা !

প্রেম কি ধন, প্রেম কি ধন,
যার বাজে সে জানে, আর জানেই তার মন!

অরসিকের সঙ্গে আমি
বিনা তর্কেই মানি হা'র
বুদ্ধি-ফলান যাহার ধাত্,
কি ধারে সে প্রাণের ধার ?

ওগো প্রেমের সৃষ্টিকর্ত্তা,
তুমি তবে নেহাৎ বোকা,
আমরা যত তর্করত্ন
তোমার চেয়ে অনেক চোখা!

ঝগ্‌ড়া ছেড়ে আমি ত চাই
অনলশিখা বুকে ধ'র্‌তে,
ভালবেসে পারি যেন
ভালবাসার পায়ে মর্‌তে !

প্রেম কি ধন, প্রেম কি ধন !
যার বাজে সে জানে, আর জানেই তার মন।

ওরা আর আমরা

ভাবি, এই যে অজ্ঞে, বিজ্ঞে ভেদ,
ভালবাসার বেলাও তা কি আছে ?
যে আগুনে জ্বল্‌ছে চরাচর,
তা কি আবার ছোট-বড় বাছে !

মোদের গাঁয়ের একটী নিরেট চাষা
পড়ে গেছে আশ্‌মানী এক প্রেমে,
সভ্যদের প্রেম যে স্বরগের সুধা,
এও কি এল সে দেশ থেকে নেমে ?

আমরা না হয় উঁচু জ্ঞানে-মানে,
ওরা না হয় নীচু সে হিসাবে,
তাই ব'লে কি দেব্‌তার দানও বেছে
দয়া করবে, পায়ে ঠেলে যাবে ?

জ্যোৎস্না যখন ফোয়ারা খোলে তার,
ফুলের জোয়ার আসে গাছে গাছে,
আমাদেরও যেম্‌নি পরাণ মাতে,
ওদেরও যে তেম্‌নি হৃদয় নাচে !

বাতাস যখন কাঁদে কুহুর সাথে
ওরা নীরব, নভে নয়ন মেলি,'
আমরা না হয় উর্দ্ধে চেয়ে তখন
আওড়াই বসে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ শেলি!

আমরা না হয় বেদ-পুরাণ ঘেঁটে
যেখানে যে সার সত্য পাই,
আমাদের সেই পড়া পুঁথির সাথে
কল্পনারে মনে মনে মেলাই।

ওরা হয় ত নয় অতটা গভীর,
অত সূক্ষ্মের সীমা নাহি মাড়ায়,
কথকতার রসে গ'লে গিয়ে
ভোলা মনের খোলা ভাবটি মিলায়!

ভক্তির ঝোলায় আমরা ভ'রে আনি
না হয় হালের বিজ্ঞানের অজ্ঞান,
ওরা না হয় মনের আবেগ নিয়ে
গাছ-পাথরে দেখে ভগবান!

আমরা না হয় মনের প্রতিমারে
বরণ করি গগনভেদী শাঁকে,
ওরা না হয় ঘট কি পটের ছবি
পরাণ-পটে চুপে চুপে আঁকে!

আমরা না হয় করি নিবেদন
ছটা-ঘটার ষোড়শ উপচার,
ওরা না হয় চোখের জল ছাড়া
পায়না খুঁজে পূজার উপহার!
আমরা না হয় ইষ্টদেবের লাগি
গড়ি নিত্য নূতন সম্বোধন,
ওরা না হয় 'ওরে' 'হ্যাঁরে' ব'লেই
জানায় আপন প্রাণের আকিঞ্চন!

ওদের না হয় শুধুই পাদোদকে
অধরের সে অধীরতা মিটে,
মোদের বেলায় সে চরণামৃত
রকম ক'রে করতে হয় মিঠে।
স্বাদের কিন্তু মোটেই তফাৎ নেই,
যেমন লাগে সোণার বাটীর পায়স্,
সেই মিষ্টান্ন পাথর-বাটীর হ'লে
দেয় বরং একটু বেশী আয়েস্।

ভালবাসা এক গাছেরই ফল,
এক সে নেশা জগৎ-পাগল-করা,
ওদের প্রেমটী না হয় নিরেট সোণা,
মোদের না হয় একটু পালিস্-করা!

দিল্লীর লাড্ডু!

শূন্য যখন ছিল হৃদয়,
ভাবতেম্,—আমার আছে কি আর
তুমি যখন এলে প্রাণে,
দেখ্‌লেম্,—সবই ফক্কিকার!

ভুল্‌তে গেলেও তোমার কথা
লাগে যেমন হৃদয় মাঝে,
ভাব্‌তে গেলেও তেম্‌নি ধারাই
বেদনাটী বুকে বাজে!

পাওয়া? না রে চাওয়া ভালো?—
চিরকালই এটা ধাঁধাঁ,
এ-পিঠ ও-পিঠ দুইই সমান,
বুঝ্‌লে—জলের মত সাদা!

মিষ্টিখোর গয়লা ভাবে,—
জন্মি যেন ময়রা-রূপে,
ময়রা ভাবে,—গয়লা হ'লে
ডুব্‌তেম ঘি-দুধ-দধির কূপে!

সোণার ছবি

আমি মনের মত যে ছবিটা
   এঁকেছিলাম মনে মনে,
সারা বিশ্ব উজাড় করে'
   পেলেম না সেই ধ্যানের ধনে!

ও রূপের রোমাঞ্চ রেখা
   ফুট্‌ল যেদিন প্রাণের গায়ে,
দেখ্‌লাম আমার সোণার ছবি
   আঁকা তোমার সোণা পায়ে!

কি আশ্চর্য্য মিল,
   যেন আলোর সাথে জড়িয়ে ছায়া,
সে আগুনে পুড়ে যেন
   মায়ার খোলস ছাড়্‌ল কায়া!

দেখ্‌লাম সদ্য নূতন চোখে
   পরপারের শোভার হাট,
নিলাম প্রাণের কাণে ভ'রে
   নূতন টোলের নূতন পাঠ!

আমার প্রতি পলটী বুঝ্‌লাম
তোমার সাথেই ছিল গাঁথা,
জল যেমন নদীর সাথে,
তরুর সাথে যেমন পাতা।—

কি আশ্চর্য্য মিল,
যেন আলোর সাথে জড়িয়ে ছায়া,
সে আগুণে পুড়ে যেন,
মায়ার খোলস্ ছাড়্‌ল কায়া!

এ-পিঠ আর ও-পিঠ !

প্রেমের পথ নয় সাদা-সিধে,
আছে অনেক গলি-ঘুঁজি,
হাজার দিকে হাজার পথিক
গোলোকধাঁধা বেড়ায় খুঁজি !

আর কাহারও কাছে যদি
একটু বেশী যাও,
আর কাহারও পানে যদি
একটু বেশী চাও—

আমি যতই রাগি মনে,
তুমি ততই হাস,
বিষের জোরে আমার প্রাণটা
সুধা করতে আস ।

কবে বুঝবো, ও দরদী,
ভালবাস বলে'
কোলের লোভ দেখাও শুধু
পরকে করে' কোলে !

তোমার এ সব ছল,
ওগো, তোমার স্নেহের ছল,
আমার প্রতিই একমনে
ভালবাসার ফল !

সাধন রাণীর বোধন

ওমা, আমার হৃদয়টী হোক্
তোমার রাজধানী,
তুমি সেথায় হ'য়ে থাক
একেশ্বরী রাণী !

ভক্ত প্রাণের রক্ত দানে
প্রজার রাজ কর
না চাইতেই এনে দেব
তোমার পদোপর।

মানি যেন আইন কানুন,
চিনি অসির ধার,
বেছে নিতে পারি মা তোর,
দণ্ড-পুরস্কার !

কর্‌লে ভিটে-বাড়ীর প্রজা,
পার্‌বো উঠে নিতে
তোর সভায় তুচ্ছ হ'তে
উচ্চ পদবীতে !

আদত বাহাদুরী

ডুব্ ডুব্ ডুব্, যা রে ডুবে
  সেই সাগরে একেবারে,
যে তরঙ্গ সঙ্গে ডুব্‌লে,
  উঠ্‌তে হয়না কভু পারে !

কূপ-জলে কি সাঁতার চলে ?
  ঘোলা-জলে ধোয় কি কাদা ?
মেটে হোলীর রাজা, মনরে,
  সাফ জলে আয় ছবি শাদ

সং সেজে যা কর্‌লি খেলা,
  সবই মাটি, সবই ভুয়ো,
আয় চলে আয় লজ্জাহারা,
  হাততালি যা, জানিস্ ‘ছুয়ো’ !

ছড়িয়ে যারে নিখিল মাঝে
  ফুরিয়ে দে তোর ‘আমিটি’রে,
গলে’ গলে’ পড়্‌রে ঝরে,’
  স্বামীর ঘর হয় অম্‌নি কি রে ?

বাতাসে আজ সানাই বাজে
মেঘে মেঘে জ্বালায় দিয়া,
রূপের আকাশ পড়্ছে গলে'
গড়া চাঁদের অশ্রু দিয়া

এমন রাতে আয় খুইয়ে
তোর আমিটার জারি জুরি
স্বামী ভজে' মজ্‌তে পেলে,
তবেই আদত্ বাহাদুরি !

নাছোড়বান্দা

পরম যোগীর মত ওই যে
আকাশ—যেন পটে লিখা,
তার ভানুটির প্রতি অনু
জ্বালে তোমার প্রেমের শিখা!
তার গতি সকল ঠাঁই, তার যে গতি সকল ঠাঁই,
সে আগুনের হাতে কারও এড়ান নাই, এড়ান নাই!

ওই যে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে
নিরেট পাষাণ প্রায়,
তার হৃদয়ের নির্ঝরিণী
তোমার প্রেমই গায়।
ওই যে পাগল সাগর, সেও
ধরেছে অতল বুকে
তোমার প্রেমের পরশ মাণিক
দুখের মতন সুখে!
তার গতি সকল ঠাঁই, তার গতি সকল ঠাঁই,
সে আগুনের হাতে কারও এড়ান নাই, এড়ান নাই!

ওই যে মেঘটী ভেসে বেড়ায়
শীতল-বারি-ঢালা,
ওর বুকেও তোমার বাজটী—
চোরা-প্রেমের জ্বালা!
আমরাই কি কেউ নই,
তোমার আমরা কি নই কেউ?
ফিরাব যে হৃদয় হ'তে
তোমার সোণার ঢেউ!
তার গতি সকল ঠাঁই, তার গতি সকল ঠাঁই,
সে আগুনের হাতে কারও এড়ান নাই, এড়ান নাই!

সাথের সাথী

জীব জন্মের অসারতা
রটান কেহ অসন্তোষে,
রটান কেউ বুদ্ধির জোরে,
কেউ বা শুধুই বয়স-দোষে !

হোক সে পদ্ম-পাতার জল,
সে যে প্রেমের পাদোদক,
উঠে বিশ্বনাথের জটায়,
বিশ্ব তাহার উপাসক !

আছে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব,
স্রষ্টা নন ত কাঁচা ছেলে.
রসাতলে দেবেন সৃষ্টি
আপন হাতে লেলে পেলে !

জীবের সেবা মনের কোণে
আলো দিচ্ছে জান্‌বে যখন,
সোণার আসন গড়িয়ে তারে
মনমন্দিরে কর্‌বে বরণ।

নিজের সব ভোগে চড়ালে,
তবেই পরের পূজো হলো,
এ পূজাটীর আশীষ নিও,
আবার তারে ভরিয়ে চ'লো !

দেখবে, বিশ্ব-বৃন্দাবনে
প্রণয়ভরা হাসিমুখ,
বিশ্ব-রাজের নিধুবনে,
গাইছে শ্যামা সারী শুক ।

জান্‌বে, বুকের সুধা সাগর
উছলিছে অকারণ,
মান্‌বে, প্রাণের সকল ভাব
একটী ভাবেই নিমগন !

দীন ভিখারীর ভাঙ্গা কুঁড়ে
পুণ্য মঠ দেবতার,
রোগী-তাপীর সেবা'ত যারা,
দেবতা পড়েন পায়ে তার !

হঠাৎ-জোয়ার

এস সখা, এস প্রিয়,
পিয়াব তোমারে শুধু মধু, বঁধূ,
জীবনের অমিয় !

এস, জনমের সুখ,
তোমার সাধনা ভুলায়ে যে দিত,
সে বাসনা আজি মূক !

এস হে, হৃদয়-রাজ,
সেদিন যে তোমা ধরা নাহি দিল,
সে হৃদয় কাঁদে আজ !

এস হে পরাণ-চাঁদ !
সেদিন যে চাঁদে লাগিল গ্রহণ,
সে প্রাণে পাত গো ফাঁদ !

এস হে মরম চোর,
এস হে করমে এস হে ধরমে
জীবনে মরণে মোর !

পূরা আর টুকরা

ভালবেসে বড়াই করি
ভালবাসার বস্তু রটে
দেখ্‌তে সে কি চমৎকার,
এত গুণ কার ভাগ্যে ঘটে ?—

ধীরে ধীরে বদ্‌লে সুর,
নিখুঁতের হয় অনেক দোষ,
হঠাৎ এসে তৃপ্তি মাঝে
শিকড় গাড়ে অসন্তোষ !

দশের মাথায় ওঠে যে আজ
ভক্ত দশের পূজার বলে,
কালই আবার দেয় সে মাথা
লোকমতের খড়্‌গ তলে !

খ্যাতির নেশা বিষম ব্যাধি—
দেখেও কেহ দেয় না দৃষ্টি,
লোকের বিচার বহুরূপী—
পাদুকা বা পুষ্পবৃষ্টি !
রূপই বল, গুণই বল, কেউ কি পেয়ে থাকে পূরা ?
ওগো অরূপ, ও গুণহীন, তোমারই নাই ভাঙ্গা-চুরা !

আপন হারা

এমনি ক'রে তুমি আমার
নিও গুণমণি,
হই গো যেন তোমার ছায়া,
তোমার প্রতিধ্বনি!

তুমি যাদের পূজায় তুষ্ট,
তাদের যেন পূজি,
তোমায় যারা হারিয়ে খুসী
তাদের নাহি খুঁজি!

যে জায়গাতে উঠলে তোমার
চোখের নীচেই থাকি
সেই জায়গাটি আমি যেন
দখল ক'রে রাখি।

যে গান গাইলে, গানের গুরু,
মনটা তোমার ভোলে,
সে গান গাইতেই যেন আমার
গলা শুধু খোলে!

আমি যেন হই গো একটা
নূতন রকম লোক,
তোমার মনই আমার মন,
তোমার চোখই চোখ!

কলিজার কোহিনুর

তোমায় ভাবি, আমি ভাবি সর্ব্বদাই !
কেউ বলে গো, আছ তুমি,
কেউ বা বলে, নাই !
আমি ওদের সঙ্গ ছেড়ে
আপন মনে ধাই !

তোমায় ভাবি, আমি ভাবি সর্ব্বদাই !
লোকের মাঝে নানান্ কাজে
যখন যেতে বেড়াই,
বারে বারে তোমার দিকেই
নজর আমার ফেরাই ।

তোমায় ভাবি, আমি ভাবি সর্ব্বদাই !
তোমার প্রণয় বনস্পতি.
তারই ছায়ায় জুড়াই,
পেয়েছি যা, পাই নি যাহা,
তোমার করুণাই !

তোমায় ভাবি, আমি ভাবি সর্ব্বদাই !
বল না নাথ, এপার ছেড়ে
ওপার যদি যাই,
থা'ক্‌বে শুধু তোমাময়
একটা চেতনাই !
তাই যদি হয় মরণ আমার
মায়ের পেটের ভাই !

দিন-দুপুরে ডাকাতি

তুমি এলে আমার গেহে
দেহহারা রূপের দেহে,
পরাণ উঠল ভ'রে,
জ্যোৎস্নভরা সেই দিবাতে, আমার হাতটী নিয়ে হাতে
রাখ্‌লে চেপে ধ'রে !
আমি স্বপন দেখ্‌লেম ঘুমের ঘোরে ।

তোমার চরণ মর্ম্ম স্থলে !—
হঠাৎ জগৎ উঠ্‌ল জ্বলে'
হৃদয় আলো ক'রে !
অশ্রুধারা এল নেমে, হৃদয় ফেটে অধীর প্রেমে,
রইলাম সুখে ম'রে !
আমি স্বপন দেখ্‌লেম ঘুমের ঘোরে ।

তোমার ডাকটি ক্ষ্যাপার মতন
জাগিয়ে গেল আমার চেতন,
দুয়ার ঠেলি জোরে !
পায়ের সৌরভ ভাবলাম হেন, উথলে-পড়া প্রণয় যেন
বুকে জড়িয়ে মোরে !
আমি স্বপন দেখ্‌লেম ঘুমের ঘোরে ।

আমার ধূলা নিজে মেখে
তার বিভূতির তিলক এঁকে
সাজা'ল প্রাণ ভ'রে,
ফেল্‌ল কখন নিরজনে খেল্‌তে খেল্‌তে মধুর মনে
মালার বদল ক'রে!
আমি স্বপন দেখ্‌লেম ঘুমের ঘোরে।

ধরা ঘুমায় মোহের-বুকে,
আলোকের চকমকি ঠুকে'
আঁধার কব্‌তে ঘোর,
কে এল রে ধরা দিতে' কে এল রে আমায় নিতে
আগ্‌লে প্রেমের ক্রোড়?
ভেঙ্গে গেল সোণার স্বপন মোর।

বইছে দেখি স্বপন-ছাওয়া
ফুলের পরাগমাখা হাওয়া,—
চোখে ঘুমের ঘোর!—
পায়ের দাগটী প্রাণে আঁকি ধ্যানের ধন কি দিল ফাঁকি
মরম চিরে তোর?
ভেঙ্গে গেল সোণার স্বপন মোর।

সদ্য খোলা দুয়ার পেয়ে
বিশ্ব এল প্রাণে ধেয়ে!

চোখে বইছে লোর,—
দেখ্‌লাম্‌ সিঁদটা কাটা বুকে আমার নিঁদটী হ'রে সুখে,
পালিয়ে গেল চোর !
ভেঙ্গে গেল সাধের স্বপন মোর ।

কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত

কাব্য-গ্রন্থাবলী

তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড।—

১। পদ্মা, ২। যমুনা, ৩। গীতি, ৪। গীতিকা,
৫। দীপ্তি, ৬। দীপালী, ৭। আরতি।

দ্বিতীয় খণ্ড।—

১। গৌরাঙ্গ, ২। গল্প, ৩। গাথা, ৪। আখ্যায়িকা,
৫। চিত্র ও চরিত্র।

তৃতীয় খণ্ড।—

১। কবিতা, ২। পাথেয়, ৩। পাষাণ, ৪। পাথার,
৫। গৈরিক, ৬। গান।

মূল্য সাধারণ সংস্করণ প্রতিখণ্ড ১৲ এক টাকা,

বিশেষ সংস্করণ— " ২৲ দুই টাকা মাত্র।

উক্ত কবিবরের নিম্নলিখিত কাব্যগ্রন্থগুলি

পৃথক্‌ভাবে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে—

১। গৌরাঙ্গ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক ইণ্টারমিডিয়েট পরিক্ষার্থিনী

ছাত্রীদিগের জন্য পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত।

উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ১৲ এক টাকা।

২। গীতিকা

ইহাতে গীতি ও গীতিকা উভয় কাব্যের

কবিতা একসঙ্গে আছে। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

৩। আখ্যায়িকা

এণ্টিক কাগজে ছাপা ও কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য আট আনা মাত্র।

৪। পাথেয়

এণ্টিক কাগজে ছাপা এবং কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র

৫। গৈরিক

এণ্টিক কাগজে ছাপা এবং কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ৸৹ বার আনা।

৬। পাষাণ

কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

৭। চিত্র ও চরিত্র

কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

৮। পাথার

কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

৯। গান

সরলিপি সহ কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।